amberIT
News Letter

November 2026 ● Vol 01 ● Issue 11 P-1



বিডিনগের ২২তম সম্মেলন

বিডিনগ ২২তম সম্মেলন ও কারিগরি কর্মশালায় অংশগ্রহণের নিবন্ধন চলছে। শেষ তারিখ ৮ নভেম্বর।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ২

সাইবার নিরাপত্তায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব

পরিচয় যাচাই, জিরো ট্রাস্ট নীতি ও স্বয়ংক্রিয় নজরদারির মাধ্যমে যোগাযোগ সুরক্ষায় নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৩

এনইআইআর চালু হচ্ছে ১ জানুয়ারি

অবৈধভাবে মোবাইল ফোন আমদানি বন্ধ করতে আগামী ১ জানুয়ারি থেকে দেশে আবার চালু হচ্ছে এনইআইআর।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৪

২১তম বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম ২০২৬

এআইয়ের যুগে নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব



কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) যুগে নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবকেন্দ্রিক ডিজিটাল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনায় সুশাসন, ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা এবং প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন বক্তারা। তারা বলেছেন, ইন্টারনেট সংযোগের আওতা বাড়ানোর পাশাপাশি ডিজিটাল দক্ষতা, অনলাইন নিরাপত্তা ও প্রযুক্তির সুফল পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরি।

এমন প্রেক্ষাপটে গত ১৫ অক্টোবর শুরু হওয়া তিন দিনব্যাপী ২১তম বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম (বিআইজিএফ) ২০২৬ ১৭ অক্টোবর শেষ হয়। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল বুদ্ধিমত্তার যুগে ইন্টারনেটভিত্তিক শাসন: অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, সহনশীল ও মানবকেন্দ্রিক ডিজিটাল ভবিষ্যৎ।

সাইবার নিরাপত্তা ও ডিজিটাল বৈষম্য

ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. এমদাদ উল বারী (অব.)। সম্মানিত অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত হন জাতিসংঘের ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম সচিবালয়ের ডিজিটাল নীতি ও নিয়ন্ত্রণবিষয়ক বিশেষজ্ঞ আনজা গেঙ্গো। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইজিএফ মহাসচিব মোহাম্মদ আব্দুল হক অনু।

উদ্বোধনী অধিবেশনে জাতিসংঘের তথ্যসমাজবিষয়ক গ্রুপের মাল্টি-স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন গ্রুপের সদস্য ও রেসপনসিবল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যাম্বাসেডর এ এইচ এম বজলুর রহমান বলেন, ইন্টারনেটে সাইবার হামলা, ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার, বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি বেড়েছে। ডিজিটাল নীতির কেন্দ্রে মানুষের অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদাকে রাখতে হবে। প্রযুক্তির কারণে ক্ষতির শিকার হলে কার্যকর প্রতিকারের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা জরুরি।

বিটিআরসির সিস্টেমস অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগের সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ খলিল উর রহমান (অব.) বলেন, ডিজিটাল বৈষম্যের ধরন বদলেছে। আগে ইন্টারনেট সংযোগের আওতা বাড়ানোই ছিল প্রধান লক্ষ্য। এখন সংযোগের পাশাপাশি ডিজিটাল দক্ষতা, নেটওয়ার্কের মান এবং প্রযুক্তি থেকে সুফল পাওয়ার সক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম দিনের কর্মসূচিতে নতুন অংশগ্রহণকারীদের জন্য ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ও বিভিন্ন ফেলোশিপের সুযোগ নিয়েও বিশেষ অধিবেশন হয়। এতে তরুণদের অংশগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এআই, অনলাইন হয়রানি ও নারীর নিরাপত্তা

ফোরামের দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় গুরুত্ব পায় এআই নীতি ও কৌশল, উদীয়মান প্রযুক্তি, মানবকেন্দ্রিক প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা এবং অনলাইনে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধের বিষয়গুলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল প্রযুক্তির সহায়তায় এআইয়ের যুগে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে মূল বক্তব্য দেন। তিনি অনলাইনে নারীদের নিরাপত্তার ঝুঁকি তুলে ধরেন। প্রযুক্তি ব্যবহারে অসচেতনতার কারণে ব্যক্তিগত তথ্য এআইভিত্তিক সেবায় দিয়ে দেওয়া, একই ফোন একাধিক ব্যক্তির ব্যবহার এবং প্রযুক্তি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব নারীদের ঝুঁকি বাড়াতে পারে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

প্রযুক্তিনির্ভর জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা নিয়ে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশনের (বিএনএনআরসি) প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর হীরেন পন্ডিত। অন্যদিকে, এআইয়ের যুগে তরুণদের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেন নাগরিকতা: সিভিক এনগেজমেন্ট ফান্ডের সক্ষমতা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ মো. নুরুল ইসলাম। তিনি তরুণদের ডিজিটাল দক্ষতা বাড়ানো এবং প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেন।

এদিনের আলোচনায় অনলাইন হয়রানির অভিজ্ঞতাও উঠে আসে। সংসদ সদস্য নিলোফার চৌধুরী গত কয়েক বছরে নিজের অনলাইন হয়রানির অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট সবার জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

শিশু ও তরুণদের এআই-সচেতনতা

ফোরামের শেষ দিনে শিশু ও তরুণদের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে ইয়ুথ লিডারদের নিয়ে বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করে বিআইজিএফ।

তিন দিনের আলোচনায় ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনায় সুশাসন, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা, অনলাইন হয়রানি প্রতিরোধ এবং তরুণদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির মতো বিষয় উঠে আসে। বক্তাদের আলোচনায় প্রযুক্তির অগ্রগতির পাশাপাশি মানুষের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিও গুরুত্ব পায়।

২১তম বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম (বিআইজিএফ) ২০২৬ আয়োজনে সহযোগী ছিল ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি) ও দেশের শীর্ষ ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান আম্বার আইটি লিমিটেড।



amberIT News Letter

November 2026 ● Vol 01 ● Issue 11 P-2



বিডিনগের ২২তম সম্মেলন কক্সবাজারে, নিবন্ধন চলছে



বাংলাদেশের নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী, ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের নিয়ে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক অপারেটরস গ্রুপের (বিডিনগ) ২২তম সম্মেলন ও কারিগরি কর্মশালা। অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন চলছে। নিবন্ধনের শেষ তারিখ ৮ নভেম্বর।

আয়োজকদের ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ১১ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী কারিগরি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ১৪ নভেম্বর হবে মূল সম্মেলন। কক্সবাজারের লং বিচ হোটেলে এসব আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে। এর সহ-আয়োজক আইএসপিএবি, সহযোগিতায় আছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি)। সম্মেলনের ইন্টারনেট পার্টনার আম্বার আইটি লিমিটেড।

এবারের সম্মেলনে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এপনিকের মহাপরিচালক জিয়া রং লো। সম্মেলনে আইএসপিএবি সভাপতি, মহাসচিব, বিডিনগের সভাপতি-সহ দেশ বিদেশের বক্তা, প্রশিক্ষকরা উপস্থিত থাকবেন। সম্মেলন ও কর্মশালার সহ-আয়োজক ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আইএসপিএবি) মহাসচিব নাজমুল করিম ভুঁঞা বলেন, আইএসপিএবি তার প্রকৌশলীদের বছরে ৪টি প্রশিক্ষণ দেয়। আমাদের আরও ট্রেনিং সেন্টার দরকার। তাহলে আইএসপিএবি তার প্রকৌশলীদের জন্য প্রতি মাসে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারত। তিনি আরও বলেন, দেশের প্রকৌশলীরা দেশ বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় পদে কাজ করছেন। দিন দিন এই সংখ্যা বাড়ছে।

সম্মেলনে নেটওয়ার্ক পরিচালনা, ইন্টারনেট প্রযুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান অর্জন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পাবেন অংশগ্রহণকারীরা। পাশাপাশি দেশের ইন্টারনেট খাতের প্রকৌশলী, অপারেটর, শিল্পসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও প্রযুক্তি পেশাজীবীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হবে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সম্মেলন ও কর্মশালায় অংশ নিতে আগ্রহীদের নিবন্ধন করতে হবে। নিবন্ধনের লিংক- https://rego.bdnog.org/

বিডিনগ নিয়মিতভাবে নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও ইন্টারনেট প্রযুক্তিবিষয়ক জ্ঞান বিনিময়, কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন এবং দেশের ইন্টারনেট কমিউনিটির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন আয়োজন করে থাকে। এবারের সম্মেলনেও এসব বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

গুগলে অজান্তে ফোন নম্বর যুক্ত হলে বন্ধ করবেন যেভাবে

অ্যান্ড্রয়েড ফোনে সিমের নম্বর স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই করে একই ডিভাইসে লগইন করা একাধিক গুগল অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত করার ব্যবস্থা চালু করেছে গুগল। এতে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত বা দ্বিতীয় অ্যাকাউন্টেও ফোন নম্বর যুক্ত হতে পারে। ব্যবহারকারীর স্পষ্ট অনুমতি ছাড়াই এ প্রক্রিয়া চলার বিষয়টি নিয়ে গোপনীয়তা-সংক্রান্ত উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

গুগলের সহায়তা পৃষ্ঠার তথ্য অনুযায়ী, ফোনের প্রাথমিক সেটআপের সময় নম্বর যাচাই করা হয়। পরে সিম পরিবর্তন করে নতুন নম্বর ব্যবহার শুরু করলেও ডিভাইসে লগইন করা অ্যাকাউন্টগুলোর সঙ্গে সেটি যুক্ত হতে পারে। গুগল ও মোবাইল অপারেটর পর্যায়ক্রমে নম্বরটি আবার যাচাই করতে পারে।

গুগলের দাবি, ফোন নম্বর যাচাইয়ের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টে প্রবেশ, পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধার এবং বিভিন্ন যোগাযোগসেবা ব্যবহারের সুবিধা পাওয়া যায়। তবে একই ফোনে থাকা সব অ্যাকাউন্টে নম্বর যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ব্যবহারকারীদের কেউ কেউ।



যেভাবে বন্ধ করবেন অ্যান্ড্রয়েড ফোনে স্বয়ংক্রিয় ফোন নম্বর যাচাই বন্ধ করতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন।

১. ফোনের সেটিংস খুলুন, ২. গুগল অপশনে যান, ৩. অল সার্ভিসেস নির্বাচন করুন, ৪. ফোন নম্বর ভেরিফিকেশন অপশনে গিয়ে সুবিধাটি বন্ধ করুন।

ফোনের মডেল ও অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণভেদে সেটিংসের নাম বা অবস্থান কিছুটা ভিন্ন হতে পারে।

আগে যুক্ত হওয়া নম্বর সরাবেন যেভাবে-

স্বয়ংক্রিয় যাচাই বন্ধ করলেই আগে থেকে যুক্ত হওয়া নম্বর মুছে যাবে না। নম্বর সরাতে প্রতিটি গুগল অ্যাকাউন্টে আলাদাভাবে প্রবেশ করে ম্যানেজ ইউর গুগল অ্যাকাউন্ট > পার্সোনাল ইনফো > ফোন বিভাগে যেতে হবে। সেখানে যুক্ত নম্বর পরীক্ষা করে প্রয়োজন হলে সরিয়ে দিন। ফোনে একাধিক গুগল অ্যাকাউন্ট থাকলে প্রতিটিই পরীক্ষা করা জরুরি।



amberIT
News Letter
November 2026 ● Vol 01 ● Issue 11 P-3



সাইবার নিরাপত্তায় গুরুত্ব পাচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

পরিচয় যাচাই, জিরো ট্রাস্ট নীতি ও স্বয়ংক্রিয় নজরদারির মাধ্যমে তথ্য ও ডিজিটাল যোগাযোগ সুরক্ষায় নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তারের সঙ্গে বাড়ছে সাইবার হামলার ঝুঁকি। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য চুরি, ই-মেইলে প্রতারণা, ওয়েবসাইটে অনুপ্রবেশ এবং ডিজিটাল যোগাযোগে বিঘ্ন সৃষ্টির মতো ঘটনা মোকাবিলায় প্রচলিত নিরাপত্তাব্যবস্থা এখন আর যথেষ্ট নয়। এ পরিস্থিতিতে সাইবার নিরাপত্তায় গুরুত্ব পাচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক নজরদারি, পরিচয় যাচাই, স্বয়ংক্রিয় হুমকি শনাক্তকরণ এবং দ্রুত তথ্য পুনরুদ্ধারের প্রযুক্তি।

আগে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ককে তুলনামূলক নিরাপদ ধরে নিয়ে বাইরের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। কিন্তু ক্লাউড প্রযুক্তি, দূরবর্তী কর্মপদ্ধতি এবং বিভিন্ন ধরনের স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার বাড়ায় নিরাপত্তার প্রচলিত ধারণা বদলে গেছে। এখন নেটওয়ার্কের ভেতরে কিংবা বাইরে—সব ক্ষেত্রেই ব্যবহারকারী, যন্ত্র এবং তথ্য ব্যবহারের অনুমতি যাচাই করা জরুরি হয়ে উঠেছে।



পরিচয় যাচাই ও জিরো ট্রাস্টে গুরুত্ব

আধুনিক সাইবার নিরাপত্তার অন্যতম ভিত্তি হলো পরিচয়ভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ, কোনো ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মী হলেই তিনি সব তথ্য ব্যবহারের অনুমতি পাবেন না। তাঁর দায়িত্ব, প্রয়োজন এবং অনুমোদনের ভিত্তিতে তথ্য ব্যবহারের সুযোগ নির্ধারণ করা হয়। এতে অননুমোদিত প্রবেশ এবং তথ্যের অপব্যবহারের ঝুঁকি কমানো সম্ভব।

এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে জিরো ট্রাস্ট বা শূন্য আস্থাভিত্তিক নিরাপত্তাব্যবস্থা। এ নীতিতে কোনো ব্যবহারকারী বা যন্ত্রকে আগাম বিশ্বাস করা হয় না। প্রতিবার প্রবেশের ক্ষেত্রে পরিচয়, অনুমতি এবং নিরাপত্তার অবস্থা যাচাই করার ওপর জোর দেওয়া হয়। বিশেষ করে ক্লাউডভিত্তিক সেবা ও দূরবর্তী কর্মপরিবেশে এ পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

হুমকি শনাক্তকরণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

একটি প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্কে প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক তথ্য আদান-প্রদান হয়। এসব তথ্যের মধ্যে সন্দেহজনক কার্যক্রম শনাক্ত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও স্বয়ংক্রিয় বিশ্লেষণ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে অস্বাভাবিক যোগাযোগ, সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রবেশ এবং পরিচিত আক্রমণের ধরন দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব।

নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্রগুলোতে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে সন্দেহজনক ঘটনা বিশ্লেষণ, ঝুঁকির অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এতে নিরাপত্তাকর্মীদের ওপর চাপ কমে এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে মানবীয় পর্যবেক্ষণ ও যাচাই বজায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ।

ফায়ারওয়ালে যুক্ত হচ্ছে উন্নত সুরক্ষা

নেটওয়ার্ক নিরাপত্তায় ফায়ারওয়াল দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আধুনিক নেক্সট জেনারেশন ফায়ারওয়াল শুধু নেটওয়ার্কে প্রবেশ ও বের হওয়ার তথ্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে না; বরং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের কার্যক্রম বিশ্লেষণ, সন্দেহজনক যোগাযোগ শনাক্ত এবং ক্ষতিকর তথ্যপ্রবাহ ঠেকাতেও সহায়তা করে।

বিশ্ববাজারে এ ধরনের নিরাপত্তাপ্রযুক্তি সরবরাহ করছে প্যালো অল্টো নেটওয়ার্কস, ফোর্টিনেট, চেক পয়েন্ট, এইচপিই জুনিপার এবং সিসকোর মতো প্রতিষ্ঠান। এসব প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে উন্নত হুমকি শনাক্তকরণ, অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ, নিরাপদ দূরবর্তী সংযোগ এবং নেটওয়ার্ক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের সুবিধা। প্রতিষ্ঠানের আকার, নেটওয়ার্কের ধরন, তথ্যের সংবেদনশীলতা ও বাজেট বিবেচনা করে উপযুক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নির্বাচন করা প্রয়োজন।

সাতটি ক্ষেত্রে নিরাপত্তার প্রয়োজন

আধুনিক সাইবার নিরাপত্তা কেবল নেটওয়ার্কের সুরক্ষায় সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত তথ্য, সফটওয়্যার, ক্লাউড অবকাঠামো, ব্যবহারকারীর যন্ত্র এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম।

নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা তথ্য আদান-প্রদানের পথ সুরক্ষিত রাখে। তথ্য নিরাপত্তায় এনক্রিপশন ও প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংবেদনশীল তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হয়। অ্যাপ্লিকেশন নিরাপত্তার লক্ষ্য হলো সফটওয়্যার ও ওয়েবসাইটের দুর্বলতা কমানো। ক্লাউড নিরাপত্তা অনলাইনে সংরক্ষিত তথ্য ও সার্ভারকে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে।

অন্যদিকে, ব্যবহারকারীর কম্পিউটার, মুঠোফোন ও অন্যান্য যন্ত্র সুরক্ষায় প্রয়োজন প্রান্তযন্ত্র নিরাপত্তা। ইন্টারনেট-সংযুক্ত স্মার্ট যন্ত্রের নিরাপত্তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি, তথ্য ব্যবহারের নিয়ম, অনুমোদন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্যক্রমভিত্তিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়।

ই-মেইল, হোস্টিং ও ভয়েস যোগাযোগের সুরক্ষা

ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যক্রমে ই-মেইল, ওয়েবসাইট এবং ইন্টারনেটভিত্তিক টেলিফোন সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব সেবায় নিরাপত্তার দুর্বলতা তৈরি হলে তথ্য চুরি, আর্থিক ক্ষতি কিংবা প্রতিষ্ঠানের সুনামহানির ঝুঁকি দেখা দিতে পারে।

এ ধরনের ঝুঁকি মোকাবিলায় দেশের তথ্যপ্রযুক্তি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান অ্যাম্বার আইটি তাদের বিভিন্ন সেবায় নিরাপত্তাপ্রযুক্তি ব্যবহার করছে। প্রতিষ্ঠানটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ই-মেইল সুরক্ষায় তারা ব্যারাকুডা ই-মেইল নিরাপত্তাব্যবস্থা ব্যবহার করে। এর মাধ্যমে স্প্যাম, ফিশিং, ক্ষতিকর সফটওয়্যার এবং ভুয়া পরিচয়ে পাঠানো ই-মেইল শনাক্ত ও ফিল্টার করার ব্যবস্থা রয়েছে।

ডোমেইন ও ক্লাউড হোস্টিং সেবায় ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল এবং অন্যান্য ক্লাউড নিরাপত্তাব্যবস্থা ব্যবহার করে ওয়েবসাইটে অননুমোদিত প্রবেশ ও সেবা অচল করে দেওয়ার মতো আক্রমণের ঝুঁকি কমানো যায়। একইভাবে, ইন্টারনেটভিত্তিক টেলিফোন সেবায় সন্দেহজনক সংযোগ শনাক্ত, আইপি ঠিকানাভিত্তিক প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং কল জালিয়াতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ।

● সাদিয়া সিদ্দিকা বিনতে রশীদ



amberIT News Letter

November 2026 ● Vol 01 ● Issue 11 P-4



এনইআইআর চালু হতে পারে ১ জানুয়ারি



অবৈধভাবে মোবাইল ফোন আমদানি, নকল হ্যান্ডসেটের ব্যবহার ও চুরি যাওয়া ফোনের ব্যবহার বন্ধ করতে আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৭ থেকে দেশে আবার চালু হচ্ছে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর)। সম্প্রতি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) কমিশন সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারের অনুমোদন পাওয়ার পর এ কার্যক্রম শুরু হবে।

বিটিআরসির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত এনইআইআর ব্যবস্থায় প্রায় ৭৭ কোটি ৬ লাখ আইএমইআই নম্বরের তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৪১ কোটি ১৮ লাখ আইএমইআই অনুমোদনহীন বা গ্রে-লিস্টে রয়েছে। তবে একটি ফোনে একাধিক আইএমইআই নম্বর থাকতে পারে। তাই এ সংখ্যা দিয়ে দেশে ব্যবহৃত প্রকৃত হ্যান্ডসেটের সংখ্যা নির্ধারণ করা যায় না।

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ (এনবিআর) বিভিন্ন সংস্থা এনইআইআর চালুর সুপারিশ করেছে। এনবিআরের ২০২৪ সালের এক চিঠিতে বলা হয়, অবৈধভাবে উৎপাদিত ও আমদানি করা হ্যান্ডসেটের বেচাকেনায় সরকার বছরে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে।

প্রস্তাব অনুযায়ী, দুই ধাপে চালু হতে পারে এনইআইআর। প্রথম ধাপে ডি-রেজিস্ট্রেশন সুবিধা ছাড়া অন্যান্য কার্যক্রম চালু করে অবৈধ মোবাইল ফোন সেট শনাক্ত ও বাজারে এর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হবে। দ্বিতীয় ধাপে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও জনসচেতনতা তৈরির পর ডি-রেজিস্ট্রেশন চালু করা হবে। এতে ফোনের মালিকানা হালনাগাদ এবং চুরি যাওয়া বা ক্লোন আইএমইআইযুক্ত হ্যান্ডসেটের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে।

এ বিষয়ে বিটিআরসির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) এমদাদ উল বারী বলেন, ১ জানুয়ারি এনইআইআর চালুর জন্য আমরা প্রস্তুত। সরকার যেদিন চালুর নির্দেশনা দেবে, সেদিনই এটি কার্যকর করা হবে। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে এনইআইআর চালুর উদ্যোগ নেওয়া হলেও মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের বিরোধিতায় তা পিছিয়ে যায়। আমদানি করা ফোনের ওপর উচ্চ করের কারণে দাম বাড়বে এবং ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন- এমন আশঙ্কা জানিয়েছিলেন তারা। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি ব্যবস্থা চালুর পর বিটিআরসি ভবনে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে।

আম্বার আইটির নতুন পপ

আম্বার আইটি লিমিটেড প্রতি মাসে দেশের বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়নে নতুন পয়েন্ট অব প্রেজেন্স (পপ) স্থাপন করছে। গ্রাহকদের দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে ধারাবাহিকভাবে এই অবকাঠামো সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অক্টোবর মাসে দেশের একাধিক জায়গায় নতুন পপ চালু করা হয়েছে।

অক্টোবর-২০২৬

উপজেলা: কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।

ইউনিয়ন: সোনাহার মল্লিকাদহ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

দেশজুড়ে আম্বার আইটির ওয়াই-ফাই জোন

দেশজুড়ে ইন্টারনেট সেবা আরও সহজলভ্য করতে বিনামূল্যে ‘ওয়াই-ফাই জোন’ চালু করছে আম্বার আইটি। ব্রডব্যান্ড সেবার পাশাপাশি এসব জোনে আম্বার আইটির গ্রাহকরা বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছেন। ইতিমধ্যে দেশের ১৯২টি স্থানে ওয়াই-ফাই জোন চালু করেছে প্রতিষ্ঠানটি। চলতি বছর দেশব্যাপী ৫০০টি ওয়াই-ফাই জোন চালুর পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির।



